তারিখ 9 JAN 2017
পৃষ্ঠা ৬

বছরের প্রথম দিন প্রায় ৪ কোটি ২৬ লাখ ছাত্রের হাতে তুলে দেয়া হয়েছে বিনামূল্যের পাঠ্যপুস্তক। শিক্ষার্থীরা ভালোভাবে বই উল্টিয়ে দেখতে না দেখতেই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে বই বিতর্ক। গণমাধ্যমও খুঁটে খুঁটে বের করে আনে বইয়ের ভেতর এবং বাইরের ত্রুটি-বিচ্যুতি ও ভুল-ভ্রান্তির ব্যাপকতা।

বিশ্বজিত রায়

অশুদ্ধ পাঠ্যবই

শিক্ষা আহরণের প্রধান উপাদান যদি হয় তথ্য বিভ্রাট ও ভুলে ভরপুর, তাহলে জ্ঞান অর্জনের পবিত্র ক্ষেত্রটা আর রইল কই! বিনামূল্যে বিলিকৃত এবারের পাঠ্যপুস্তকে রয়েছে ভুলের ছড়াছড়ি। গত বছরও একই অভিযোগ উঠেছিল। বছরের শুরু অর্থাৎ জানুয়ারি মাসের প্রথম দিন দেশের প্রতিটি স্কুলে উদযাপিত হয় পাঠ্যপুস্তক উৎসব। নতুন বইয়ের গন্ধ শুঁকে ছাত্রছাত্রীরা হয় উচ্ছ্বসিত। গত সাত বছর ধরে বর্তমান সরকার বেশ সাফল্যের সঙ্গে বছরের প্রথম দিন শিক্ষার্থীদের হাতে তুলে দিচ্ছে বিনামূল্যের রঙিন প্রচ্ছদ সংবলিত ঝকঝকে নতুন বই। নিঃসন্দেহে এটি এ সরকারের একটি বড় সাফল্য এবং শিক্ষা ক্ষেত্রে বিরল মাইলফলক। দেশ-বিদেশে প্রশংসিত অর্জনগুলোর একটি হিসেবে পরিগণিত; কিন্তু পাঠ্যপুস্তকে যদি এ রকম অসংখ্য ভুল-ভ্রান্তি পরিলক্ষিত হয়, তাহলে সরকারের সফলতা বলতে কিছু থাকবে না।

বই মানবগোত্রের মৌলিক অধিকার শিক্ষার অন্যতম উপাদান। বই শুধু মানুষের মস্তিষ্কে জ্ঞানের সুস্থ ধারা প্রবহমান রাখেনি, বরং মানুষের মন-মননে মানবিক মূল্যবোধ জাগিয়ে গোটা পৃথিবীকে করেছে আলোকিত এবং মানবসমাজ হয়েছে উপকৃত। সভ্যতার আমূল পরিবর্তন আনতে বই রেখেছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। শিক্ষার বাহন বইয়ে যদি বিকৃত ইতিহাস, তথ্য বিভ্রাট ও ভুল-ভ্রান্তি থাকে, তাহলে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা যেমন হবে কলংকিত, তেমনি জাতি হিসেবেও আমরা পিছিয়ে পড়ব। পাঠ্যবইয়ের ভুল-ভ্রান্তি, তথ্য বিভ্রাট, নিম্নমানের কাগজ, সেলাই, বাঁধাই আর ঝাপসা ছাপার কারণে বিনামূল্যের বই বিতরণের ইতিবাচক অর্জন সব ম্লান হয়ে গেছে। প্রশ্ন উঠেছে, বইয়ের সম্পাদনা ও মুদ্রণের সঙ্গে জড়িতদের দায়িত্ববোধ নিয়ে। নতুন বইয়ে থাকা ভুল ও তথ্য বিভ্রাটের কারণে শিক্ষার্থীদের প্রশ্নবাণে জর্জরিত হতে হবে শিক্ষকদের। অভিভাবকরাও হবেন বিব্রত। এসব অনাকাঙ্ক্ষিত, অনভিপ্রেত ও বিব্রতকর অবস্থার সমাধান কী হতে পারে?

বছরের প্রথম দিন প্রায় ৪ কোটি ২৬ লাখ ছাত্রের হাতে তুলে দেয়া হয়েছে বিনামূল্যের পাঠ্যপুস্তক। শিক্ষার্থীরা ভালোভাবে বই উল্টিয়ে দেখতে না দেখতেই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে বই বিতর্ক। গণমাধ্যমও খুঁটে খুঁটে বের করে আনে বইয়ের ভেতর এবং বাইরের ত্রুটি-বিচ্যুতি ও ভুল-ভ্রান্তির ব্যাপকতা। দেখা গেছে, নিখাদ সাহিত্য ও ভাষাশিক্ষার বইয়ে অপ্রাসঙ্গিকভাবে তুলে আনা হয়েছে ধর্মীয় বিষয়। বস্তুত দ্বিতীয় থেকে নবম শ্রেণী পর্যন্ত পাঠ্যপুস্তকের বাংলা বই থেকে ২০১২ সালে যে বিষয়গুলো বাদ পড়েছিল, তার সবই আবার ফিরে এসেছে ২০১৭ সালের সংস্করণে। ২০১২ সালের বইয়ে নতুন যেসব বিষয় অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল, সেগুলো বাদ দেয়া হয়েছে। ২০০১ সালে বিএনপি-জামায়াত জোট ক্ষমতায় আসার পর ২০০৩ সালে পাঠ্যপুস্তকে ব্যাপক পরিবর্তন আনে। প্রতিটি শ্রেণীর বাংলা সাহিত্যের বইয়ে ধর্মীয় বিষয় ও ভাবধারা যুক্ত করা হয়। ২০০৭ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে পাঠ্যপুস্তক সংস্কারের কাজ শুরু হয়। ২০০৮ সালে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে মহাজোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ প্রণয়ন করে এর আলোকে নতুন পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ করা হয় ২০১২ সালে, যা শিক্ষার্থীদের হাতে পৌঁছায় ২০১৩ সালে। তখন বলা হয়েছিল, বাংলা বিষয়কে সাহিত্যসমৃদ্ধ এবং সর্বজনীন করার জন্য ধর্মীয় বিষয়গুলো সরিয়ে ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষাসহ অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বইয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এখন সবকিছু দেখে মনে হচ্ছে, বিশেষ একটি গোষ্ঠীকে সন্তুষ্ট করতেই পাঠ্যপুস্তকে এমন পরিবর্তন আনা হয়েছে যা মোটেই কাম্য নয়।

প্রথম শ্রেণীর বাংলা বইয়ে বর্ণ পরিচয়ে 'ও'তে 'ওড়না চাই' বিষয়টি নিয়ে বিতর্ক উঠেছে। জেন্ডারের বিষয়টি এখানে লংঘিত হয়েছে। একজন ছাত্র কেন ওড়না চাইবে। তাছাড়া, ওড়না কেন প্রয়োজন-- একজন শিক্ষার্থী জানতে চাইলে শিক্ষক এর কী উত্তর দেবেন, ফেসবুকে একজন এ প্রশ্ন করেছে। বানান ভুল নিয়েও কথা উঠেছে। পঞ্চম শ্রেণীর বইয়ে 'ঘোষণা' বানান 'ঘোষনা', 'সমুদ্র' বানান 'সমুদ' লেখা হয়েছে। তৃতীয় শ্রেণীর হিন্দু ধর্ম শিক্ষা বইয়ের শেষ পৃষ্ঠায় ইংরেজি নীতিবাক্য লেখা হয়েছে ভুল বানানে। কাউকে কষ্ট দিও না-র ইংরেজি লেখা হয়েছে, DO NOT HEART ANYBODY. প্রথম শ্রেণীর বাংলা বইয়ে ছবি দিয়ে দেখানো হয়েছে, ছাগল নাকি গাছে উঠে আম খায়। তৃতীয় শ্রেণীর বাংলা বইয়ে কুসুমকুমারী দাশের 'আদর্শ ছেলে' কবিতায় 'আমাদের দেশে হবে সেই ছেলে কবে'র বদলে 'লেখা হয়েছে 'আমাদের দেশে সেই ছেলে কবে হবে'। কবিতার চতুর্থ লাইনে 'মানুষ হইতে হবে— এই তার পণ'-এর 'হইতে' শব্দটিকে পাল্টে লেখা হয়েছে 'হতেই'। নবম লাইনে 'সে ছেলে কে চায় বল কথায়-কথায়'-এর 'চায়' শব্দটির বদলে লেখা হয়েছে 'চাই'। পঞ্চদশ লাইনে 'মনে প্রাণে খাট সবে শক্তি কর দান'- এর 'খাট' এর বদলে লেখা হয়েছে 'খাটো'। আর কবিতাটির একাদশ থেকে চতুর্দশ লাইনই উধাও। অষ্টম শ্রেণীর গল্পের বই আনন্দপাঠ নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। বইটিতে একটিও মৌলিক গল্প নেই। সাতটি গল্পের সবক'টিই বিদেশী লেখকদের লেখার অনুবাদ। 'গল্পগুলোর মধ্যে রয়েছে আরব্য উপন্যাস অবলম্বনে 'কিশোর কাজী', মার্ক টোয়েনের 'রাজকুমার ও ভিখারির ছেলে', ড্যানিয়েল ডিফোর 'রবিনসন ক্রুশো', ফরাসি ঔপন্যাসিক মহাকবি আবুল কাশেম ফেরদৌসীর 'সোহরাব রোস্তম', উইলিয়াম শেকসপিয়ারের 'মার্চেন্ট অব ভেনিস' ইত্যাদি।

পরীক্ষায় অংশগ্রহণ, ফলাফল অর্জন, অতঃপর নতুন বই হাতে পাওয়া— এ যেন বিরামহীন আনন্দের এক উত্তাল জলতরঙ্গ। একটা সময় ছিল, যখন পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত বিনামূল্যে বই দেয়া হতো। তাও আবার নতুন-পুরনো মিলিয়ে। এজন্য অপেক্ষায় কাটাতে হতো কত দিন-ক্ষণ-তারিখ। সে অবস্থায় পরিবর্তন এনে হাসিনা সরকার দেখিয়েছে প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক, ইবতেদায়ি, মাধ্যমিক, দাখিল, দাখিল ভোকেশনাল ও এসএসসি ভোকেশনাল বিনামূল্যে বই বিতরণের ম্যাজিকাল কারিশমা। এ অনন্য উপমায় যদি নিম্নমান, ভুল তথ্য ও বিভিন্ন বিভ্রাট কলংকের দাগ লাগে, তাহলে তা মেনে নেয়া কঠিন। পাঠ্যবইয়ে নানা ভুল-ভ্রান্তি ও অপ্রাসঙ্গিক ছবি জুড়ে দেয়ায় সমালোচনার মুখে পড়েছে সরকারের বিনামূল্যে বই বিতরণ উৎসব। ইতিমধ্যে এর কারণ খুঁজতে একটি পর্যালোচনা কমিটি গঠন করেছে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি)। আশা করি কমিটি সবার সামনে সন্তোষজনক কিছু একটা তুলে ধরবেন।

বিশ্বজিত রায় : *প্রাবন্ধিক ও গ্রাফিক্স ডিজাইনার*
bishwa85@gmail.com